PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-1, May 2022

স্বামী বিবেকানন্দ: মনন ও সাহিত্য

ড. অভীক ভট্টাচার্য [1]*

[1]* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাণ্ডবেশ্বর কলেজ, পাণ্ডবেশ্বর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন ৭১৩৩৪৬
Email: aviktantrik@gmail.com

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের বাঙালি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক অখণ্ড ভারতজাতি নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ব্রত নিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের মাধ্যমেই যে ভারতকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই উপলব্ধি তাঁর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা তাঁকে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের ঐক্যসূত্র আবিষ্কারে সহায়তা করেছিল। পরিণামে বেদান্ত ও বিজ্ঞানকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। 'অদ্বৈতবাদ'-এ তাঁর আস্থা ছিল পরিপূর্ণ। সেই কারণেই 'মায়াবাদ'-কে তিনি বারংবার নস্যাৎ করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তাটিই তাঁর প্রাথমিক পরিচয় হ'লেও নিম্নবর্গীয় মানুষকেও বুকে টেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। বাঙালি জাতির সম্যক অগ্রগতির জন্য মানসিক উন্নতির পাশাপাশি দৈহিক উন্নতিও যে প্রয়োজনীয় তা স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন। ফলত অন্তিম বিচারে, তিনি শুধু বর্তমান ভারতের দ্রষ্টা রূপেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, ভবিষ্যৎ ভারতের স্রষ্টা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মূল শব্দাবলি: নবজাগরণ, বিজ্ঞান, বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, গদ্যরীতি

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার আধ্যাত্মিক ও মানস জগতে যে পরিবর্তন আসে, যাকে অনেকে 'বাংলার নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁ' ব'লে চিহ্নিত করতে চান, সেই পরিবর্তনের এক পুরোগামী ব্যক্তিত্ব হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। উক্ত পরিবর্তনকে সত্যিই 'নবজাগরণ' নামে চিহ্নিত করা যায় কি না, তা তর্কসাপেক্ষ; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ—এই দু'টি নামে যেমন স্বামীজির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা তেমনই 'ব্রহ্মবাদিন', 'প্রবুদ্ধভারত', এবং 'উদ্বোধন'—বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত, স্বামীজি-সম্পাদিত এই তিনটি পত্রিকার নামকরণেও ভারতের ইতিহাসে স্বামীজির প্রেরণার মূলমন্ত্রটি উচ্চারিত। জাতীয় জীবনে যে-জাগরণের, চেতনা-সঞ্চারণের ব্রত স্বামীজি নিয়েছিলেন, উক্ত তিনটি পত্রিকার নামের মধ্যে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। উনিশ শতকের বাঙালির সমাজে ও মানসে যে বিবর্তন, তা যে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়; দেশকাল সাপেক্ষে নবজাগরণের ধারণাও যে বদলে যায়—তারও দিকনির্দেশক স্বামীজির রচনাবলী। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবণায় স্বামীজি লিখেছিলেন:

> ...আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।...এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।[১]

স্বামীজি যে-মননের সহায়তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সম্মিলনের সম্যক উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং নিজের রচনায় সেই উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করেছিলেন, সেই জাগ্রত মনন ও সাহিত্যের আলোচনাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

গবেষণাপদ্ধতি

নিম্নলিখিত নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মনন ও সাহিত্য বিচার করার সময় গুণগত গবেষণা (qualitative research) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ভূমিকায় উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে স্বামীজির প্রেরণার কথা আলোচিত হয়েছে। 'মীমাংসা' অংশে দেখানো হয়েছে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে স্বামীজির আদর্শের সাযুজ্য। অতঃপর 'আলোচনা' অংশে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। জাতি-বর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অখণ্ড মানবসত্তা গঠনের যে ব্রত স্বামীজি নিয়েছিলেন, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর অখণ্ড আস্থাও আলোচনা-পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে স্বামীজির নিজের রচনা এবং তাঁর পারিষদবর্গের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক পংক্তিনিচয় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গসূত্রে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলিও নিবন্ধভুক্ত হয়েছে। 'উপসংহার' অংশে আমরা দেখিয়েছি যে, কীভাবে নিজের রচিত ভাষার সারল্যের মাধ্যমে স্বামীজি সর্বসাধারণের মধ্যে নিজের ভাবাদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরিশেষে 'গ্রন্থসূত্র' অংশে APA মানদণ্ড অবলম্বন করা হয়েছে।

মীমাংসা

১. নিম্নবর্গের সামাজিক উত্থান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নিঃসন্দেহ। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> ...এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া আকূল।[২]

২. বস্তুত স্বামীজির 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের মধ্য থেকে 'নূতন ভারতের' বন্দনা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে পরিচিত শ্রমিকবন্দনা।

৩. এই সূত্রেই কোথাও যেন মার্কসবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গেও স্বামীজির আদর্শের নৈকট্য প্রকাশ পায়।

৪. প্রসঙ্গত, একথাও স্মরণীয় যে, ক্ষুধার সত্যকে স্বীকার করলেও বিবেকানন্দ ধর্মের সত্যেই প্রতিষ্ঠিত।

৫. স্বামীজির সাধনায় আমাদের দিনযাপনের সংগ্রামের সঙ্গে চিরন্তনের ধ্যান এসে মিলেছে। সেই বিচারে বিবেকানন্দ শুধু 'বর্তমান ভারতে'রই স্রষ্টা নন, ভবিষ্যৎ ভারতের দ্রষ্টাও।

আলোচনা

সমস্ত দেশের সমস্ত কালের সমাজেই আধুনিকতা যে সার্থক হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের সঙ্গে নবতর প্রবণতার সম্মিলনে, যুগন্ধর পুরুষ স্বামীজি তা সম্যকভাবেই জেনেছিলেন। সেই কারণেই আধুনিক ভারতবর্ষ নির্মাণে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সম্মিলনে তিনি ছিলেন সদাসচেষ্ট। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গ্রন্থচতুষ্টয়—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'—প্রাচীপ্রতীচির সংঘাত ও সম্মিলনের পটভূমিতে রচিত। রামমোহন, মধুসূদন, প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম—এঁদের চিন্তাধারা স্বামীজির পাশ্চাত্যদর্শনের ভিত্তি। কিন্তু প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে উক্ত মহারথীদের চেয়ে স্বামীজির মনন ছিল অনেক উন্নত। বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা তাঁকে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের ঐক্যসূত্র আবিষ্কারে সহায়তা করেছিল। পরিণামে বেদান্ত ও বিজ্ঞানকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ্য যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের সংযোগ সাধন সম্পর্কে দ্বন্দ্ব বিবেকানন্দের মননেও ছিল। বেদান্ত অধ্যাপনা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন:

> Nor will youths be fitted to be better members of society by Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father brother etc. have no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world better...[৩]

কিন্তু অন্তিম বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে দীক্ষিত বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও বেদান্ত, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের অভেদত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ করার প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু একথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অদ্বৈতবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল প্রয়োজনীয়। এ-বিষয়ে স্বামীজির ইংরেজি রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> Art, science, and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must understand the theory of Advaita...It is unforgettable that it was Swami Vivekananda who proclaimed the supreme glory of Dvaita, Vistastadvaita and Advaita, with a sense of unity in all things, adding to it the theory that in Hinduism Dvaita, Visistadvaita and Advaita are only stages of the same development—Advaita is the goal.[৪]

বিবেকানন্দ-জীবনদর্শনের এই কেন্দ্রীয় সত্যটি মনে রেখে তিনি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার কয়েকটি মূলসূত্র অনুধাবন করা যেতে পারে—সুস্থ সবল দেহ এবং বজ্রের উপাদানে গঠিত মন; জীবনসংগ্রামে সদাসমুদ্যত 'খাপখোলা তলোয়ারে'র মতো ব্যক্তিত্ব; স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সর্বস্বত্যাগী ভালোবাসা এবং বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যবোধ; প্রগাঢ় মননশীলতার সঙ্গে অপার হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ।

সাধারণভাবে বিবেকানন্দের আবেগদীপ্ত হৃদয়ধর্মী রচনাংশগুলিই আমাদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর অধিকাংশ রচনাই মননধর্মী। বিশেষত তাঁর সুবিখ্যাত যোগচতুষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনাবলিতে, যথা—'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ'-এ ভারতের শাস্ত্রানুসারী ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি আধুনিক জীবনবোধের যে নিপুণ সমন্বয় সাধন করেছেন, তার দ্বারা তাঁর মনীষার অসাধারণত্বই প্রমাণিত হয়েছে। আজীবন নিজের রচনা ও কথোপকথনে তিনি ভারতবর্ষের যে অন্তরতম স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সে কেবল স্বদেশপ্রেমের গৌরবগাথার ভারত নয়, বরং মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সম্পদের উত্তরাধিকারী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মা। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সত্তা নয়, নিখিলমানবের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ উত্তর। সমগ্র ভারতপরিক্রমা ক'রে তিনি এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতের প্রাণসত্তা এখনও জাগ্রত। এ বিষয়ে ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে:

> Our love for India came to birth, I think, when we first heard him say the word 'India', in that marvelous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of five letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, heimweh and again love. Whole volumes could not have been produced such a feeling in others. It had the magic power of creating love in those who heard it. Ever after, India had become the land of heart's desire. Everything concerning her became of interest—became living—her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, her scriptures. And so began a new life, a life of study, of meditation.[৫]

প্রকৃত অর্থে, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন ব'লেই, স্বামীজির হৃদয় পৃথিবীকে আত্মীয় রূপে আলিঙ্গন করতে পেরেছিল। 'বিশ্বের প্রতি ভারতবর্ষের বার্তা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> এইখানে মানবহৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবতা থেকে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত, সবকিছুকে ধারণ ক'রে আরো বিশাল অনন্ত প্রসারিত হয়ে উঠেছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করেছে, তার প্রতিটি স্পন্দনকে আপন নাড়ীর স্পন্দনরূপে অনুভব করেছে।[৬]

পূর্ব ও পশ্চিম, বেদান্ত ও বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জিজ্ঞাসার সমন্বয় স্থাপনই বিবেকানন্দ-মননের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যায়:

> জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।... পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ওই সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে সমাজে। ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা আলাদা ভাবটা ভুল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে; অদ্বৈতবাদীরা এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অভিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম'; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া' অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।...এদের (পাশ্চাত্যনিবাসীদের) অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছেন,—এদের রকম দিয়ে, জড় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বহু হল, একথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই খোঁজার নাম বিজ্ঞান (Science).[৭]

অন্বেষণের আপাত বিপরীত এই দু'টি পন্থা যে 'বহু'র অন্তরালে 'এক'-এ বিলীন হবে সে সম্বন্ধে স্বামীজি নিশ্চিত ছিলেন ব'লেই লিখেছিলেন:

> অপরা ও পরাবিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে; এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ; বাস্তবিক সেই অখণ্ডজ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।[৮]

আমেরিকা পরিভ্রমণের শেষে দেশে ফিরে স্বামীজি যখন তাঁর অনুরাগী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজ তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতিকথা স্মরণীয়:

> একদিন মাস্টার মহাশয়ের (শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত লোককে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে ফল কি? স্বামীজি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা ত নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির চেষ্টা কি?[৯]

মুক্তিপ্রচেষ্টাকেও মায়ার গণ্ডির মধ্যে ফেলার কারণ স্বামীজি নিজে ছিলেন জীবন্মুক্ত। অপরপক্ষে নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে দিয়েই যে শুদ্ধচিত্ত মানুষ ওই মুক্তি আপন অন্তরে আপনিই লাভ করে, এ-ও তাঁর সিদ্ধান্ত। সত্ত্বগুণান্বিত কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সকলকেই যে সেই কর্মের দ্বারাই শাপমুক্ত হ'তে হবে, একথা জেনেই স্বামীজি লিখেছিলেন:

অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কতজন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজের শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?[১০]

এই মনোভাবের ফলে জাতীয় জীবনে রজোগুণের সংগ্রামী প্রেরণা সঞ্চারণের অগ্নিবাণী তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 'বর্তমান ভারত' থেকে তাঁর সাধু গদ্যরীতি ও 'পত্রাবলী' থকে চলতি গদ্যরীতির রচনাংশ যথাক্রমে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> ১. হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবণ, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।[১১]
>
> ২. আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামারীর দিনে—এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আনুন। জয় কালী, জয় কালী। মা নাবমেনই নামবেন—মহাবলে সর্বজয় বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন। ভয় কী?[১২]

দু'টি উদাহরণে গদ্যরীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে একজন আচার্যের গাম্ভীর্য, এবং দ্বিতীয় উদাহরণে সস্নেহ বরাভয় দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গসূত্রে ভাষার এই পরিবর্তন সাহিত্যিক বিবেকানন্দের সত্তায় একটি নতুন মাত্রারও দিকনির্দেশক।

উপসংহার

ভাষারীতির বিচারে চলতি গদ্যের প্রতিই ছিল বিবেকানন্দের টান। আসলে যে-সংগ্রামী চেতনা তিনি ভারতবাসীর মন্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন, সাধুভাষার কাঠিন্যের তুলনায় চলিত ভাষার সহজতাই তার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। ভাষার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর মত ছিল:

> ভাষাকে করতে হবে যেন—সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়—দাঁত পড়ে না।[১৩]

একদিকে সংগ্রাম অন্যদিকে গণসংযোগ—বিবেকানন্দের আদর্শ চলতি গদ্য এ দু'য়েরই উপযুক্ত বাহন। সাহিত্য, স্বদেশচিন্তা, অধ্যাত্মসাধন—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ নিজেকে ভারতের চিরপদদলিত স্বজাতিলাঞ্ছিত জনগণের একজন মনে করেছেন। তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা যে সাধারণের মুখের ভাষাতেই তাঁদের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন সে কথা স্বামীজিই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে ব'লে গিয়েছেন। ফলত, অন্তিম বিচারে স্বামীজির আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে তাঁর সামাজিক সত্তাটি একযোগে সক্রিয় থেকেছে।

সূত্রনির্দেশঃ

১. বিবেকানন্দ স্বামী (মাঘ ১৩০৫)। *কলকাতা: উদ্বোধন* (সম্পাদক: স্বামী বিবেকানন্দ)। ১ম সংখ্যা: ২

২. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। বর্তমান ভারত। অন্তর্গত: বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। ১ম সংস্করণ। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়:* ৯৭

৩. Vivekananda Swami (1962). Life of Late Raja Rammohan Ray. In: The Collection of English Writings of Swami Vivekananda. Editor: Sister Nivedita. 1st Edition, *Calcutta:Saraswati Prakashani:* 459

৪. Nivedita Sister (1962). The Collection of English Writings of Swami Vivekananda. 1st Edition. *Calcutta:Saraswati Prakashani:* 7

৫. Christine Sister (1979). Reminiscences of Vivekananda. 2nd Edition. *Oxford University Press: Oxford:* 157

৬. Vivekananda Swami(1963). India's Message to the World ('বিশ্বের প্রতি ভারতবর্ষের বার্তা'). ৩য় সংস্করণ। অনুবাদ: শ্রী প্রণবরঞ্জন ঘোষ। *কলকাতা: করুণা প্রকাশনী:* ১৮

৭. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। অন্তর্গত: বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। ১ম সংস্করণ। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়:* ২০০

৮. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। জ্ঞানার্জন। অন্তর্গত: বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। ১ম সংস্করণ। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়:* ৬০

৯. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬৩)। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড)। ১ম সংস্করণ। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়:* ৩৩৬

১০. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। বর্তমান সমস্যা। অন্তর্গত: বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়:* ৩২-৩৩

১০. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।* ১ম সংস্করণ: ২৪৯

১১. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬২)। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৮ম খণ্ড)। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।* ১ম সংস্করণ: ৮০-৮১

১২. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।* ১ম সংস্করণ: ২৪১

১৩. বিবেকানন্দ স্বামী (১৯৬০)। বাঙ্গালা ভাষা। অন্তর্গত: বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ঠ খণ্ড)। *কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।* ১ম সংস্করণ: ৩৪